দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 15 OCT 1995 ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

৩৪

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কি ঘটছে?

ক্ষমতাসীন বিএনপি'র অঙ্গ সংগঠন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল অভ্যন্তরীণ কোন্দলে জড়িয়ে সাংগঠনিক ভাবমূর্তি হারাতে বসেছে। কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, মানিকগঞ্জ, পাবনা ও ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদলের অভ্যন্তরীণ কোন্দল চরম আকার ধারণ করেছে। এ কোন্দল গোলাগুলি, বোমাবাজি, হামলা, পাল্টা হামলা পর্যন্ত গড়াচ্ছে। এতে জনসাধারণের নিরাপত্তা ও শান্তিভঙ্গ হচ্ছে। উল্লেখ করা যেতে পারে, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়েই ছাত্রদলের দুই গ্রুপে সংঘর্ষ হয়েছে ১৭ বার।

অপরদিকে ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে ভর্তির ব্যাপারেও ক্ষমতার দাপট দেখাচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, কলেজ ছাত্র সংসদের ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের নিকট থেকে মোটা অঙ্কের অর্থ গ্রহণ করে কলেজের অধ্যক্ষকে ভয়ভীতি দেখিয়ে বেআইনীভাবে ভর্তি করে নিতে চাইছে কম মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের। এদে কোন সন্দেহ নেই, ঘোষিত সরকারী শিক্ষানীতি উপেক্ষিত হচ্ছে। যে সকল অধ্যক্ষ ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের কথামতো ভর্তির ব্যাপারে সায় দিচ্ছেন না, তাঁদেরকে নানাভাবে হয়রানি করা হচ্ছে।

এমনই একটি ঘটনা ঘটেছে ঢাকার ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপীঠ তিতুমীর সরকারী কলেজে। অভিযোগে প্রকাশ, জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ও ছাত্র সংসদের নেতারা তাদের তৈরি তালিকা অনুযায়ী শতাধিক ছাত্র ভর্তি করে নিতে কলেজের অধ্যক্ষকে চাপ দেয়। অধ্যক্ষ নেতাদের জানিয়ে দেন, সরকার প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে ভর্তি করার জন্য ভর্তির নীতিমালা ঠিক করে দিয়েছে। তাই সরকারী সিদ্ধান্তের বাইরে তিনি যেতে পারছেন না। তখনই নেতাকর্মীরা উত্তেজিত হয়ে ওঠে। ছাত্রদলের সমর্থকদের নিয়ে মিছিল করে এসে ঐসব নেতাকর্মীর

ম্যাস্টেস বিপ্লব

অধ্যক্ষের কক্ষ ও অধ্যাপকদের কক্ষ তালাবদ্ধ করে আটক করে রাখে। বোমা ও ককটেল ফোটাতে থাকে। এতে অধ্যক্ষসহ সকল অধ্যাপক প্রাণনাশের আশঙ্কায় ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। কলেজের রসায়ন বিভাগের যন্ত্রপাতি, চেয়ার, টেবিল, জানালা ভাংচুর করে। এতে প্রায় ২ লাখ টাকার সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে খবরে প্রকাশ।

তালাবদ্ধ কক্ষ থেকেই অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকবৃন্দ উর্ধতন কর্তপক্ষ, স্থানীয় সাংসদ ও গুলশান থানার সঙ্গে যোগাযোগ করলেও তাৎক্ষণিক কোন সুফল পাননি। বিকালের দিকে গুলশান থানার পুলিশ কলেজ ক্যাম্পাসে প্রবেশ করার সময় ছাত্রদলের জঙ্গী নেতা ও কর্মীরা তাদের বাধা দেয়। বোমা ও ককটেলের বিস্ফোরণ ঘটায়। পুলিশ ফিরে যায়। সন্ধ্যার কিছু পূর্বে স্থানীয় সাংসদ কলেজ ক্যাম্পাসে এসে ছাত্রদলের উত্তেজিত নেতাকর্মীদের বুঝিয়ে শান্ত করে অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকদের মুক্ত করেন।

এখন কথা হলো, ছাত্র রাজনীতির নামে যারা শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে চলেছে, চাঁদাবাজি, বোমাবাজি ও শিক্ষাগুরুদের লাঞ্ছিত করছে, তাদের প্রতিহত করবে কে? ক্ষমতাসীন দলের ছাত্রছায়ায় থেকে যারা ঘোষিত সরকারী শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের পথে বাধা সৃষ্টি করছে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে কবে? তিতুমীর কলেজে ছাত্রদল কর্তৃক সৃষ্ট ঘটনাটি অবশ্যই ন্যাক্কারজনক, নিন্দার যোগ্য। নিন্দনীয় এসব ঘটনার জন্ম দিয়ে ছাত্রদল যে জনসাধারণের নিকট সন্ত্রাসী দল হিসাবে চিহ্নিত হচ্ছে, এই সত্যটি তারা বুঝতে পারবে কবে? শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে কিংবা শিক্ষকদের লাঞ্ছিত করে কোন ছাত্র সংগঠন জনপ্রিয়তা পায় না। সাধারণ ছাত্রদের কাছে তাদের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হতে বাধ্য। ছাত্র রাজনীতির নামে নিশ্চয়ই নৈরাজ্য কাম্য নয় দেশবাসীর। এতদিন তারা অভ্যন্তরীণ কোন্দলে রক্তপাতের মতো ঘটনা ঘটিয়েছে। এখন হামলা চালাচ্ছে শিক্ষকদের ওপর। নষ্ট করছে লাখ লাখ টাকার জাতীয় সম্পদ। সাধারণ ছাত্রছাত্রী ও দেশবাসী নিশ্চয়ই এটা আশা করে না।